প্রতিবেদন

X ফাইল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য ও রুহুল তাপস**

জনগণের মাঝে অধিক পাঠাভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে গড়ে ওঠা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রায় সব কার্যক্রমে চলছে স্থবিরতা। এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটিতে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরিতে বই প্রদান প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কাজ। এই বই প্রদানে দীর্ঘদিন ধরে চলছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক শ্রেণীর কর্মচারীদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য। এই সংস্থার মাধ্যমে বিগত বছরগুলোতে বিশ কোটি টাকার বই লাইব্রেরিগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। অনুদান পেয়ে লাইব্রেরিগুলোর বিকাশ হয়েছে কি না তার মনিটরিংয়ের কোনো ব্যবস্থা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নেই।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের রেভিনিউ ও উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে চলছে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে প্রতিবছর আয়োজন করছে নামমাত্র ঢাকা বই মেলার। কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে জেলা পর্যায়ে বই মেলার কার্যক্রম। পুরস্কার বিতরণের প্রক্রিয়া। তবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক আব্দুল আওয়াল হাওলাদার দাবি করেছেন, তিনি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠানোর চেষ্টা করছেন। নিয়েছেন ইতিবাচক পদক্ষেপ।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র : যেভাবে গড়ে ওঠে

ইউনেস্কোর ঘোষণার আলোকে সাবেক পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬০ সালের ২৭ জুন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব অনুসারে ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ। ১৯৮৩ সালের এনাম কমিটির রিপোর্টের আলোকে এই সংস্থাটিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টির পরও দীর্ঘদিন গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো আইন ছিল না। স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৪ বছর পর '৯৫ সালের নবেম্বর মাসে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে জাতীয় সংসদের অনুমোদনক্রমে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন বলে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়। নির্বাহী পরিচালক হিসেবে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মূলত ৪২ বছর অতিবাহিত করেছে। আজও প্রতিষ্ঠানটি তার স্বকীয় অবস্থান নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির সর্বত্রই দৈন্যদশার ছাপ। গ্রন্থকেন্দ্রের অধীনে মহানগর লাইব্রেরির বেহাল অবস্থা। বই বিক্রয় কেন্দ্রের হাল বেশ করুণ। ভূঁইফোড় লেখক ও প্রকাশকদের বইয়ে ভরা বই বিক্রয় কেন্দ্র। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব গ্রন্থকেন্দ্রের বিকাশেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অডিট রিপোর্ট : বই সরবরাহে অনিয়ম

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পারফরমেন্স ও আর্থিক অনিয়ম নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একটি অডিট পরিচালিত হয়। অডিট পরিচালনা করেন অডিট অধিদপ্তরের পরিচালক ফিরোজ আহমেদ। অডিটের প্রাথমিক রিপোর্ট '৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়। অডিট রিপোর্টে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নানা ধরনের অনিয়ম তুলে ধরা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় সেলে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রকাশক তার প্রকাশিত বইয়ের কপি রেখে যেতে পারে। বিক্রীত বইয়ের ওপর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশকদের কাছ থেকে শতকরা ৩০ ভাগ কমিশন লাভ করে। এখান থেকেই জেলা পর্যায়ের তালিকাভুক্ত ৬৪টি পাঠাগারে এবং থানা পর্যায়ের ২৪৩টি পাঠাগারসহ বাইরের প্রায় চারশ' পাঠাগারে বই সংগ্রহ করে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি পাঠাগারগুলোকে অর্থ সাহায্য অনুমোদন করে। কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে, বই বিক্রির এ ব্যবস্থার কারণে বই অনুদানের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। রিপোর্টে বলা হয়, দেশী বইয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রাপ্ত সব বিদেশী বই, ক্লাসিকস ও রেফারেন্স বই, ডিকশনারির ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এসব বইয়ের একটি কপিও সরবরাহ করা হয় না। অডিট কমিটি রির্পোটে আরো উল্লেখ করেছে, সরকার প্রতি বছর বই অনুদান ও নগদ অর্থ হিসেবে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বেসরকারি পাঠাগারগুলোর জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করে। কিন্তু বিভিন্ন অনিয়মের কারণে এই কাজে কতিপয় কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে এই কর্মসূচিতে কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অযাচিতভাবে

লাভবান হচ্ছে। ২০০০ অনুসন্ধানে দেখা যায়, লাইব্রেরিগুলোতে বই অনুদানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও পাঠাগার সৃষ্টির নামে কতিপয় লোকের একটি চক্র তৈরি হয়েছে। তারাই নামমাত্র পাঠাগার তৈরি করে অর্থ তুলে নিচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য নির্দিষ্ট বছরের সরকারি মঞ্জুরি জারি হয় না। ফলে পাঠাগার মালিকদের জটিলতায় পড়তে হয়। তারা নির্দিষ্ট সময়ে বই কিনতে পারে না। '৯৪ সালে ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশে বেসরকারি পাঠাগারের তালিকা প্রস্তুতের জন্য একটি জরিপ পরিচালিত হয়। অথচ পাঠাগারের অনুদান প্রদানের সময় এই তালিকা অনুসৃত হয় না। বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করে জরিপ পরিচালনা অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী সচিব জুবায়েদা নাসরিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া এ প্রতিবেদককে আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত লাইব্রেরীগুলোর তালিকা প্রদানে অস্বীকার করেন। বই প্রদানে অনিয়ম প্রসঙ্গে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পাঠাগারের কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'লাইব্রেরীতে বই প্রদান নিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনিয়মের শেষ নেই। তারা বই নিতে আসলে বরাদ্দকৃতত টিএ ও ডিএ দেয় না। বই নামক একটি পত্রিকার জন্য টাকা কেটে রাখে। বই পত্রিকাটি নিয়মিতত লাইব্রেরীতে পাঠায় না। ভূঁইফোড় প্রকাশক ও লেখককে বই সরবরাহ করতেই কর্মচারীরা সচেষ্ট থাকে।

প্রকল্প বনাম রেভিনিউ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে বর্তমান ৮৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। তবে এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লোকবল ছিল ৪২ জন। এর মধ্যে কর্মকর্তা ১০ জন, কর্মচারী ৩২ জন। '৮৭ সালে মহানগর পাঠাগার প্রকল্পে ২১টি পদ এবং '৯২ সালে গ্রন্থ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প হতে ২৫টি গ্রন্থকেন্দ্রে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হয়। আজও তাদের জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে কাঠামো আত্মীকরণ করা হয়নি। ফলে নির্ধারিত হয়নি প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব। এ কারণে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে চলছে বিশৃঙ্খল এক পরিবেশ। প্রকল্প থেকে আসা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রেভিনিউ খাতের কর্মকর্তাদের চেয়েও এখনও বেশি বেতন পাওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চলছে নানা ধরনের গ্রুপিং ও লবিং।

প্রয়োজনীয় বই মহানগর লাইব্রেরীতে খুঁজে পাওয়া যায় না

মহানগর পাঠাগার : দৈন্যদশা

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন '৯৫ অনুসারে কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপনা করা এবং গ্রন্থাগার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা অন্যতম দায়িত্ব বলে গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মহানগর পাঠাগার স্থাপন করা হয়। প্রথমে পাঠাগারটি ওসমানী উদ্যানে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত দোতলা ভবনে ছিল। বর্তমান প্রাচীন ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী বিবেচনায় মহানগর পাঠাগার কেন্দ্রের মূল ভবন ৫ তলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। ওসমানী উদ্যানে থাকাকালে মহানগর পাঠাগারের বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম ছিল। এ সময় লাইব্রেরিটিতে প্রচুর পত্র-পত্রিকা থাকতো। এছাড়া লাইব্রেরিতে ছিল টিভি কক্ষ, বিশিষ্ট লেখকদের সাহিত্যকর্মের ওপর ভিডিও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, ফটোকপি সার্ভিস। এখন স্থান সঙ্কুলানের অভাবে লাইব্রেরির সব কার্যক্রম বন্ধ। বর্তমান গুলিস্তানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পাঁচ তলায় জনাকীর্ণ পরিবেশে লাইব্রেরি চলছে। পাঠক আসাও কমে গেছে। লাইব্রেরিতে বই রয়েছে এগারো হাজার। তবে লাইব্রেরির বইয়ের নেই কোনো ক্যাটালগ। একজন পাঠকের সহজে নির্দিষ্ট বই খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য। এছাড়া শুধু সরকারের নির্ধারিত অফিস সময়ে লাইব্রেরি খোলা থাকে। ফলে শিক্ষার্থী ও চাকরিজীবীদের জন্য লাইব্রেরিতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এছাড়া লাইব্রেরিটি পরিচালনায় করিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দক্ষ লোক নিয়োগ করা হয়নি। লাইব্রেরির অনেক মূল্যবান বই এখন পুরনো বিল্ডিংয়ে গুদামজাত অবস্থায় রয়েছে। সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে মূল্যবান বইগুলো নষ্ট হতে চলেছে। লাইব্রেরিতে প্রতিবছর দুই লাখ টাকার বই কেনা হয়। তবুও লাইব্রেরিতে মানসম্পন্ন বই পাওয়া যায় না। তবে কর্তৃপক্ষ আশা করছে ওসমানী উদ্যানে নির্ধারিত জায়গায় লাইব্রেরি ভবনের কাজ শেষ হলে, পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

> 'অডিট কমিটি রির্পোটে আরো উল্লেখ করেছে, সরকার প্রতি বছর বই অনুদান ও নগদ অর্থ হিসেবে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বেসরকারি পাঠাগারগুলোর জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করে। কিন্তু বিভিন্ন অনিয়মের কারণে এই কাজে কতিপয় কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে এই কর্মসূচিতে কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অযাচিতভাবে লাভবান হচ্ছে'

জেলা বই মেলা : এখন বন্ধ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অন্যতম কাজ বইমেলার আয়োজন করা। এ লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঢাকা বইমেলার আয়োজন করে। প্রতিবছর বইমেলার আয়োজন করে। প্রতিবছর বইমেলা জায়গা হয় পরিবর্তন। তারিখ নির্দিষ্ট থাকে না। ফলে গ্রন্থমেলা নিয়ে প্রতিবছর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। দায়সারাগোছের

গ্রন্থমেলা জনগণ আকৃষ্ট ব্যর্থ হয়। অথচ গ্রন্থমেলার জন্য প্রতিবছর বিশ লাখ টাকা খরচ হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে '৯৪ ও '৯৫ সালে জেলাভিত্তিক বইমেলার আয়োজন করে। আয়োজন করে ভ্রাম্যমাণ বইমেলার। আর্থিক অভাবে এই কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে শ্রেষ্ঠ লেখক, প্রকাশক, প্রচ্ছদ আলঙ্কারিককে পুরস্কার দেয়ার কার্যক্রম। তবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বইবিষয়ক পত্রিকা বই নিয়মিত প্রকাশ করছে। বইপ্রেমিকদের দাবি, ঢাকা বইমেলাকে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেয়া হোক। প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময় শুরু হোক বইমেলা। এই বইমেলায় আন্তর্জাতিক প্রকাশকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কলকাতার মতো ঢাকা বইমেলা আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপান্তর করা হোক।

'নির্দিষ্ট মাঠ ও দিন না থাকায় ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা আগামীতে আমরা ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করবো। তবে দেশীয় প্রকাশকেরা সব সময় মেলায় বিদেশী স্টল আসার ব্যাপারে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে'

আব্দুল আওয়াল হাওলাদার

পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

অডিট রিপোর্ট : আর্থিক অনিয়ম

অডিট রিপোর্ট জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আর্থিক অনিয়ম করেছেন কর্মকর্তা পদোন্নতিতে নিয়ম লঙ্ঘন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে জেলা ও থানা পর্যায়ের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে সহায়তা প্রদান প্রকল্পে বেশ অনিয়ম করা হয়েছে। একনেকের শর্ত অনুসারে তাদের বই সরবরাহ করা হয়নি। কিছু গুরুত্বহীন পাঠাগারকে অস্বাভাবিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। মনিপুরের বাইতুন আতিক লাইব্রেরিকে ৩.৩৯ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। রাজবাড়ীর পাঠাগারকে দেয়া হয়েছে ২১ লাখ টাকা। সরিষাবাড়ীর রিয়াজ উদ্দিন পাঠাগারকে ৬ লাখ টাকার অনুদান দেয়া হয়। অথচ অনেকে নাকি পাঠাগার অনুদান পায়নি। পিপিতে সাহায্যপ্রাপ্ত শতকরা ২৫ ভাগ পাঠাগার পরিদর্শনের কথা বলা হলেও বাস্তবে খুব কম পাঠাগারই পরিদর্শন করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ৮০-৮১ হতে ৯১-৯২ অর্থবছরের অডিটে ৩৯টি আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়ে। মোট আর্থিক অনিয়ম ধরা হয় ১৯২.১১ লাখ টাকার। '৯৯ সালে পরিচালিত অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্ধারিত বেতন স্কেলের চেয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ করায় সরকার '৯৩-৯৪ অর্থবছর থেকে '৯৬-৯৭ অর্থবছরে মোট দেড় লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ অর্থবছরগুলোতে আব্দুল মালেক এমএলএসএস-কে ১ লাখ ৩ হাজার ৬শ' ৩৫ টাকা অতিরিক্ত ও সুহিতা সুলতানা গবেষণা সহকারীকে ৫৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে। তিনটি অর্থবছরে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রায় ২ লাখ ৮৭ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছ। এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অতিরিক্ত ভাতা হিসেবে ক্যাশিয়ার মাহফুজ মিঞা নিয়েছে ৬৬ হাজার টাকা। মোঃ আল কাশেম প্রুফরিডার নিয়েছে ৬৫ হাজার টাকা। ডু মেশিন অপারেটর আলী আক্কাস মিয়া নিয়েছে ৫৮ হাজার টাকা। ড্রাইভার আব্দুর রহমান নিয়েছে ২৭ হাজার টাকা।

অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, হিসাবরক্ষক মনিরুজ্জামান ফকির ও সহকারী পরিচালক নূরুল ইসলাম অসদাচরণ করায় চার বছরের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করে। কিন্তু পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই কেন্দ্রের পরিচালক মনিরুজ্জামান ফকির ও নূরুল ইসলামকে শাস্তি মওকুফ করে। প্রদত্ত শাস্তি মওকুফ করায় তারা ১ লাখ ১০ হাজার ও ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা তুলে নেয়। এই শাস্তি মওকুফ শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির পরিপন্থী।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র : দাঁড়াতে হবে পূর্ণাঙ্গ কাঠামোতে

বই পাঠ করে জনসাধারণের মননশীল চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয় পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। তারাও অতীতে দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন আব্দুল আওয়াল হাওলাদার। তিনি এ প্রতিবেদকের কাছে দাবি করেছেন, প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছেন। তিনি অতীতের কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ স্বীকার করে ২০০০কে বলেন, আমি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনার চেষ্টা করছি। লাইব্রেরিতে বই প্রদানের অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লাইব্রেরিতে বই প্রদানের জন্য জাতীয় ব্যক্তিত্ব রফিকুল ইসলামকে প্রধান করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বইয়ের মান যাচাই করে তালিকাভুক্ত করছে। এখন বই বিক্রয় কেন্দ্রে প্রতিটি প্রকাশনীর বই রাখা হয়েছে। সব ধরনের বই বিক্রয় কেন্দ্রে রয়েছে। লাইব্রেরির মালিকরা দেখেশুনে এখান থেকে বই কিনতে পারে। আমি একটি অভিযোগ সেলও খুলেছি। বই প্রদানে আগামীতে আরো স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। রেভিনিউ ও প্রকল্পের কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যের রিরোধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এনাম কমিটি ও অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয় সাধন করে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই এটা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন পেলে আর সমস্যা থাকবে না। আগামীতে জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করা হবে বলেও তিনি জানান। ঢাকা বইমেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট মাঠ ও দিন না থাকায় ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা এবার প্যারেড গ্রাউন্ড বইমেলার জন্য চেয়েছি। এই মাঠটি সব সময় খালি থাকে। এখানে প্রতিবছরই নির্দিষ্ট সময় বইমেলা করা সম্ভব। আগামীতে আমরা ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করবো। তবে দেশীয় প্রকাশকেরা সব সময় মেলায় বিদেশী স্টল আসার ব্যাপারে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

লাইব্রেরি মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান। সামাজিক অবক্ষয়ের এ যুগে লাইব্রেরি আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রত্যন্ত জনপদে। অতীতের ব্যর্থতা ঝেড়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে নিতে হবে এ মহান দয়িত্ব। এ ব্যাপারে সরকার ও সচেতন মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ কাঠামো।